দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 24 MAY 1993
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

এই দেশেও বুদ্ধিবৃত্তি চর্চার বিকাশ চাই ঃ প্রধানমন্ত্রী

বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানী প্রফেসর সালামকে সম্মানসূচক ডিএসসি ডিগ্রী প্রদান

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ গতকাল (রবিবার) বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী প্রফেসর আব্দুস সালামকে বিশেষ সম্মানসূচক ডি,এস,সি ডিগ্রী প্রদান করিয়াছে। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর হিসাবে প্রফেসর সালামকে এই ডিগ্রী প্রদান করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রফেসর সালামের মনীষা, সাধনা, প্রজ্ঞা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁহার মৌলিক অবদান, দরিদ্র বিশ্বের দেশগুলিতে বিজ্ঞান চর্চা ও প্রসারে ও বিজ্ঞানের জনহিতকর প্রয়োগে তাঁহার প্রয়াস পৃথিবীর সর্বত্র বিদ্যানুরাগী সমাজের নিকট সুবিদিত। তাঁহার সাধনার প্রভাব সুদূরপ্রসারী। তিনি কেবল একটি দেশের নাগরিক নন, তিনি বিশ্ব-নাগরিক। বিশেষ সম্মানসূচক ডিগ্রী প্রদানের জবাবে প্রফেসর সালাম বলেন, আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট কৃতজ্ঞ। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের সহিত আমার মধুর স্মৃতি রহিয়াছে। তিনি দেশ গঠনের লক্ষ্যে পদার্থবিদ্যাকে গুরুত্ব দেওয়ার উপর জোর দেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (১১ শপৃঃ দ্রঃ)

অধ্যাপক আবদুস সালামের মত করিয়া আর কোন মনীষী উচ্চারণ করেন নাই। দরিদ্র দেশে বিজ্ঞানীর নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণা ও প্রতিকূলতার কথা তাহার কণ্ঠে যেভাবে ভাষা পাইয়াছে, মানব জাতির জ্ঞান চর্চার ইতিহাসে তাহাও দুর্লভ। প্রকৃতপক্ষে প্রফেসর সালাম দেখিতে চান তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ হইয়াছে। এই লক্ষ্যেই ইতালীতে তিনি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন 'থার্ড ওয়ার্ল্ড একাডেমী অব সায়েন্স।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রফেসর আব্দুস সালামের আদর্শ অনুসরণ করিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দকে জ্ঞানের অনুশীলন এবং গবেষণার মাধ্যমে এই দেশে বুদ্ধিবৃত্তির চর্চার বিকাশ সাধন করিতে হইবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, মহাপণ্ডিত শীলভদ্র দীপঙ্কর এবং দীপঙ্কর হইতে ডঃ শহীদুল্লাহ এবং কুদরত-ই-খুদা পর্যন্ত আমাদের রহিয়াছে এক বিরাট ঐতিহ্য। সত্যেন্দ্রনাথ বসু এই কার্জন হল ভবনেই তাঁহার অনুসন্ধান কার্য চালাইয়াছেন। একটি রেনেসাঁর কাল অতিক্রম করার পর কয়েক দশক ধরিয়া বাংলাদেশে বুদ্ধিচর্চা ও মনীষার ক্ষেত্রে যে ভাটার কাল চলিতেছে, সেই সম্পর্কে আমাদের বিদ্যানুরাগী সমাজে এখন সচেতনতা দেখা দিয়াছে। জ্ঞান সাধক ও জনহিতৈষী প্রফেসর সালামের সম্মানে আয়োজিত এই মহতী অনুষ্ঠানে আমাদের উপলব্ধি হউক, আবার আমরা এক নূতন রেনেসাঁর কালোত্তীর্ণ হইব। বক্তৃতা শেষে প্রধানমন্ত্রী প্রফেসর সালামের দীর্ঘায়ু কামনা করেন।

ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর এমাজউদ্দিন আহম্মদ বলেন, যে মুহূর্তে আমরা প্রফেসর সালামের মত একজন প্রজ্ঞাবান মনীষীকে সম্মান প্রদর্শন করিতেছি সেই মুহূর্তে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞানচর্চার ঐতিহ্য সম্পর্কে নানা ঘটনার কথা আমাদের মনে ভিড় জমাইতেছে। বিশ্বের জ্ঞান ভাণ্ডারে প্রফেসর সালামের অবদান সর্বস্বীকৃত। নোবেল পুরুস্কার লাভ এবং আরও নানাবিধ গৌরব অর্জনের পরও তাহার জ্ঞান সাধনা অব্যাহত রহিয়াছে। বক্তৃতা অনুষ্ঠান শেষে পুনরায় চ্যান্সেলরের শোভাযাত্রা শুরু হয়। এইবার চ্যান্সেলর, ভাইস চ্যান্সেলর, প্রফেসর সালাম, সিনেট সিণ্ডিকেটের সদস্যবৃন্দ ও প্রবীণ শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ শোভাযাত্রার সম্মুখ সারিতে অংশ নেন। ত্রুটিপূর্ণ মাইক ব্যবস্থা ও ছোট মঞ্চের কারণে অনুষ্ঠানে কিছুটা অসুবিধা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে আসনের অভাবে অনেকে দাড়াইয়া ছিলেন।

ডিগ্রী প্রদান

(প্রথম পৃঃ পর)

ভিসি প্রফেসর এমাজ উদ্দিন আহমেদ অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। মঞ্চে প্রো-ভিসি প্রফেসর ওয়াকিল আহমেদসহ সকল অনুষদের ডীনবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। দর্শক সারীতে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত, মন্ত্রী পরিষদের সদস্যবৃন্দ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলরবৃন্দ আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ সিনেট সিণ্ডিকেটের সদস্যবৃন্দ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ এবং ডাকসু নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্টার আ, জা, শিকাদার অনুষ্ঠান উপাস্থপনা করেন।

সকাল পৌনে ১০টায় কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে সমাবর্তন অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়। প্রধানমন্ত্রী, চ্যান্সেলর বেগম খালেদা জিয়া অনুষ্ঠানস্থলে পৌছার পর চ্যান্সেলরের শোভাযাত্রা শুরু হয়। সমাবর্তনের নিয়ম অনুযায়ী নবীন শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ শোভাযাত্রার সম্মুখ সারীতে, চ্যান্সেলর, ভাইস চ্যান্সেলর, সিনেট সিণ্ডিকেটের সদস্যবৃন্দ ও প্রবীণ শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ পিছনের সারীতে অংশ নেন। সকলের পরনে ছিল গাউন। মৃদু পায়ে ভাবগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে চ্যান্সেলরের শোভাযাত্রা কার্জনহল মিলনায়তনে প্রবেশ করা মাত্রই অতিথিবৃন্দ দাঁড়াইয়া সম্মান প্রদর্শন করে। হুইল চেয়ারে বসা অবস্থায় ধরাধরি করিয়া প্রফেসর সালামকে অনুষ্ঠান মঞ্চে নেওয়া হয়। জাতীয় সঙ্গীতের সুর মূর্ছনায় মূল অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। চ্যান্সেলর আনুষ্ঠানিকভাবে সমাবর্তন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। প্রথমে ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর সালামের উদ্দেশে 'প্রশংসা বাক্য' পড়িয়া শোনান। ইহার পর বিজ্ঞান অনুষদের ডীন প্রফেসর মোহাম্মদ মশিহুজ্জামান বিশেষ সম্মানসূচক ডি,এসসি ডিগ্রী প্রদানের উদ্দেশ্যে চ্যান্সেলরের নিকট প্রফেসর সালামের নাম উপস্থাপন করেন। প্রধানমন্ত্রী দাড়াইয়া বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর হিসাবে আমার উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে আমি প্রফেসর আব্দুস সালামকে বিশেষ সম্মানসূচক ডি, এস, সি ডিগ্রী প্রদান করিলাম। প্রধানমন্ত্রী মহান বিজ্ঞানীর হাতে রৌপ্য আধারে বাধানো সনদপত্র ও সম্মাননাপত্র তুলিয়া দেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, জ্ঞানই পুণ্য; জ্ঞানই শক্তি—এই উক্তির তাৎপর্য পৃথিবীর উন্নত জাতিসমূহ উপলব্ধি করে। দরিদ্র দেশসমূহের উন্নয়ন তত্ত্ব উদ্ভাবনে বিজ্ঞান চর্চা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন আরও জোরদার করার প্রয়োজনের কথা